২৮-১১-১৬ প্রাতঃমুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - এটাই একমাত্র পড়া যা তোমাদের সাধারণ মানুষ থেকে নারায়ণ এবং সাধারণ নারী থেকে লক্ষ্মী বানায় । এইজন্য পড়ার প্রতি অনেক অনেক মনোযোগ দাও "

প্রশ্নঃ- বাবার থেকে কোন্ উত্তরাধিকারের প্রাপ্তি হয় যা কোনও তীর্থে বা জঙ্গলে গেলে পাওয়া যায়না ?

উত্তরঃ- বাবার থেকে তোমাদের বাচ্চাদের সুখ -শান্তি -সম্পত্তির উত্তরাধিকারের প্রাপ্তি হয় যা অন্য কোথাও থেকে পাওয়া সম্ভব নয় । মানুষ শান্তির জন্য জঙ্গলে যায় কিন্তু তোমরা জানো যে , শান্তি আমরা আত্মাদের স্বধর্ম ।

গীতঃ- তোমায় পেয়ে আমরা , পেয়েছি সারা বিশ্ব . . .

ওম্ শান্তি । বাবা এখানে বসে তোমাদের বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন কেননা তোমরা এখন প্রভু এবং মালিকের হয়েছ । বাকি সকল মানুষমাত্র অনাথ । এক এবং একমাত্র বাবাকে বলা হয়ে থাকে সর্বময়কর্তা । বাচ্চারা যখন ঘরে ঝগড়া করে তাদের জিজ্ঞাসা করা হয় তোমাদের কি কোনও মালিক বা শাসক নেই ? এখন সারা দুনিয়ার মানুষ লড়াই-ঝগড়া করছে । একে অপরকে খুনও করে ফেলছে । একমাত্র বাবাই এসে বুঝিয়ে দেন কাম হলো মহাশত্রু , যার জন্য প্রত্যেককে আদি -মধ্য - অন্ত দুঃখ পেতে হয় । তোমরা বাচ্চারা জানো যে তোমরা এখন বেহদের সুখের বরসা বেহদের বাবার থেকে প্রাপ্ত করছ । যদিও মানুষ বলে যে তারা শান্তি চায় , তারা জানেনা শান্তি কি বা কোথায় তারা শান্তি পাবে ! জঙ্গলে গেলে কি শান্তি পাওয়া যাবে ? সুখ-শান্তি কে দেয় ; কখন দেয়! মানুষ কিসের জন্য তীর্থে যায় ? তাও কেউ জানেনা । তারা শুধু শুনেছে ভক্তি করলে ভগবানকে খুঁজে পাওয়া যায় কিন্তু তারা ভগবান কে জানেনা পর্যন্ত । বাবা বলেন , আমি আসি এবং তোমাদের বাচ্চাদের সুখ-শান্তি প্রদান করি । এখন সুখ-শান্তি -সম্পত্তি কারও কাছে নেই । এমনকি তারা সেই একমাত্র দাতাকেও জানেনা যিনি এইসব দিচ্ছেন । বাবা এসে বুঝিয়ে দেন , তোমরা গেয়েও থাকো দুঃখহর্তা , সুখকর্তা । গান্ধীজীও আহ্বান করতেন হে পতিত-পাবন এসো এবং আমাদের পবিত্র বানাও । তারা গায় পতিত-পাবন সীতারাম , কিন্তু তারা এর অর্থ বুঝতে পারেনা । তারা কিছু জানেনা কেন তারা ভক্তি করছে বা ভক্তি করে তারা কিসের প্রাপ্তি করবে ! ভক্তিও ড্রামাতে লিপিবদ্ধ আছে । দ্বাপর যুগ থেকে রাবণ রাজ্যের শুরু । মানুষ জানেনা রাবণ কি করে ! কত সময় ধরে তারা রাবণের কুশপুত্তলিকা জ্বালাবে । যদিও অনেককাল আগেই রাবণের জন্ম , তবু এখনও পর্যন্ত তারা রাবণের কুশপুত্তলিকা বানায় এবং জ্বালায় । আত্মা কখনও জ্বলে না । একমাত্র তোমরা বাচ্চারাই এই সবকিছু সম্বন্ধে জানো । আজ থেকে 5 হাজার বছর আগে ভারত স্বর্গ ছিলো । এই রাজ্য ছিল লক্ষ্মী-নারায়ণের । লক্ষ্মী-নারায়ণকেই ভগবান ভগবতী বলা হয় । তারপর ত্রেতায় হয় রাম রাজত্ব । কেউ জানেনা কিভাবে তারা রাজ্য লাভ করেছিল তারপর সেই রাজ্য কোথায় গেল ; সেইসব কেউ জানেনা; অর্থাত্ রচনার আদি ,মধ্য , অন্ত সম্পর্কে কারও কিছু জানা নেই । এই নলেজের মাধ্যমে তোমরা স্বর্গের মালিক হও । স্কুলের পড়াশোনার মাধ্যমে স্টুডেন্টরা উকিল , জজ হতে পারে ; কিন্তু লক্ষ্মী নারায়ণ নয় । কেউ জানেনা কোন ধরনের পড়াশোনার দ্বারা তাঁরা এই পদ লাভ করেছেন ! ভগবানুবাচঃ আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই । এরকম কেউ নেই যিনি বলতে পারেন আমি

তোমাদের এই বানাই । তোমরা বাচ্চারা জানো লক্ষ্মী নারায়ণের রাজ্য এই পড়ার মাধমে তৈরী হয়েছে । দুনিয়া এই বিষয়ে জানেনা । তারা বলে সত্যযুগের সময়কাল লাখ লাখ বছরের । সুতরাং, তারা কিভাবে জানবে লক্ষ্মী নারায়ণ কোথায় গেছেন ! তোমরা দেখতে পাচ্ছ শুধুমাত্র ভারতেই লক্ষ্মী নারায়ণের কত ছবি, তাঁদের কত মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । মানুষ বিশ্বাস করে তারা ধন – ঐশ্বর্য এঁদের থেকে লাভ করে । প্রত্যেক দীপমালায় তারা মহালক্ষ্মীর থেকে ধন প্রার্থণা করে , তবে সাথে অবশ্যই নারায়ণও থাকেন । মানুষ দীপমালায় তাঁর পূজা করে এবং সাময়িক সুখের ইচ্ছে পূরণ হয় । সুতরাং, তারা বিশ্বাস করে যে তারা লক্ষ্মীর থেকে ধন লাভ করে । বাস্তবে লক্ষ্মী নারায়ণ কম্বাইন্ড ; লক্ষ্মী এবং মহালক্ষ্মী দুজনে আলাদা আলাদা কেউ নন, কিন্তু মানুষ তা' জানেনা । একমাত্র বাবা বুঝিয়ে দেন । আজকাল মানুষ বলে ঈশ্বর নুড়ি এবং পাথরের মধ্যে আছেন । বাবা বলেন, সব পাথরবুদ্ধি । একমাত্র সত্যযুগে দিব্য বুদ্ধি । যখন লক্ষ্মী –নারায়ণের রাজ্য ছিলো তখন হীরক খচিত সোনার মহল ছিলো । ৫ হাজার বছরের কথা ! শাস্ত্রে তারা লিখেছে কল্পের সময়কাল লাখ লাখ বছরের । বাবা বলেন, ভক্তিমার্গ থেকে তোমাদের সিঁড়ি নামতে হয়েছে । ড্রামা অনুসারে , আমি তখনই আসি যখন তোমরা পতিত হয়ে যাও এবং তারপর আমি নতুন দুনিয়া গঠন করি । তোমরা বাচ্চারা এখন রাজযোগ শিখছ নতুন দুনিয়ার মালিক হওয়ার জন্য । তোমরা জানো মহাভারত লড়াইয়ের মাধ্যমে এই পুরনো দুনিয়ার বিনাশ হবে । এই ড্রামা পূর্ব পরিকল্পিত । সত্যযুগে দেবী দেবতাদের রাজ্য ছিলো ; ৫ হাজার বছর আগে । সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশী রাজত্বকাল ২৫০০ বছর পর্যন্ত চলে । দ্বাপর থেকে রাবণ রাজ্যের শুরু হয় । মানুষ পতিত হতে থাকে কিন্তু তারা জানেনা কে তাদের অপবিত্র বানাচ্ছে । আমরা পবিত্র ছিলাম তবে কিভাবে আমরা অপবিত্র হলাম ! বাবা এসে তোমাদের বুঝিয়ে দেন । রাবণ রাজ্য শুরু হলে তোমরা অপবিত্র হতে থাকো । রাবণের জন্মের এখন ২৫০০ বছর হয়েছে । শিববাবার জন্মের ৫০০০ বছর হয়েছে । একটাকে বলা হয় রাম রাজ্য অন্যটা রাবণ রাজ্য । বাস্তবে রাম বলা ঠিক নয় । আজকাল মানুষ নিজেদের নাম রাখে রামচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র । পাঁচ হাজার বছর আগে ভারত ছিলো 'সোনার চড়ুই' । যাকে বলা হয় স্বর্ণযুগ । বৈকুন্ঠ ছিলো, কিন্তু কোথায় ছিলো তা' কেউ জানেনা । তারা কিছুই জানেনা আত্মা কি , পরমাত্মা কি আর সৃষ্টি কি ! সেই কারণে তাদের তুচ্ছ বুদ্ধি বলা হয়ে থাকে । ঋষি –মুনিরা না জানে রচয়িতাকে আর না জানে রচনার আদি, মধ্য , অন্ত । সেই কারণে তারা বলে , না এরকম কিছু হয় ; না ওরকম কিছু হয় । তারা বাবাকেও জানেনা উত্তরাধিকার সম্বন্ধেও জানেনা । এমনকি বাবার থেকে বিশ্ব রাজত্বের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় তাও তারা জানেনা । এখন তোমরা সারা সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তকে জেনেছ , সুতরাং , তোমরা হলে ডবল আস্তিক । মানুষ জানেনা শান্তি কোথায় কিভাবে পাওয়া যাবে । সন্ন্যাসীদের কাছে গিয়ে বলে আমাদের শান্তি চাই । এখন, কিভাবে এখানে আমাদের শান্তি আসতে পারে ! কর্ম করতেই হবে । শান্তি পাওয়া যাবে একমাত্র শান্তিধামে । যদি পরিবারের একজনও অশান্তিতে থাকে তবে সে সমস্ত পরিবারকে অশান্ত করে তুলবে । শান্তিধামে শান্তি পাওয়া যাবে । তারপর বাবা আমাদের আত্মাদের এখানে নতুন দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেন আমাদের নিজের নিজের ভূমিকা পালন করতে । বাবা নিশ্চয়ই নরকে পাঠাবেননা ! তোমরা শান্তিধাম থেকে সুখধামে যাও । তোমরা বাচ্চারা জেনেছ এটা বাবার পাঠশালা । এটা কোনও সৎসঙ্গ ইত্যাদি নয় । এখানে ভগবান তাঁর বাচ্চাদের সাথে কথা বলেন । নিরাকার শিববাবা শরীরে প্রবেশ করে তোমাদের বাচ্চাদের সাথে কথা বলেন । আত্মাও শরীরের মধ্যে থাকে । যখন আত্মার কর্মেন্দ্রিয় প্রাপ্ত হয় তখনই সে কথা বলতে এবং শুনতে সমর্থ হয় । এখন বাবা এখানে বসে তোমাদের আত্মাদের পড়াচ্ছেন । মানুষ পরমাত্মাকে ডাকে . . . হে পতিত–পাবন , হে সদগতি দাতা , মুক্তিদাতা , পথ প্রদর্শক , কিন্তু তারা জানেনা কিভাবে তিনি আমাদের মুক্ত করেন,

আমাদের পথ প্রদর্শক হন অথবা তিনি আমাদের কোথায় নিয়ে যান । তারা শুধু চিত্কার করতে থাকে । এখন গড ফাদার এসেছেন , তোমাদের বাচ্চাদের গাইড করছেন । তিনি স্বয়ং তোমাদের শান্তিধামে নিয়ে যান । তারপরে তোমরা নিজেরাই সুখধামে চলে যাও । বাবা একবারই আসেন এবং তোমাদের সকলের গাইড হন । বাবা নতুন দুনিয়ায় আর তোমাদের গাইড করবেননা । এই সময়, যেহেতু মানুষ অপবিত্র হয়ে যায় সেইজন্য তারা জানেনা কিভাবে তারা ঘরে ফিরে যাবে ; মানুষ উড়তে অসমর্থ হয় । মানুষ সেখানে যাওয়ার জন্য অনেক ভক্তি করে কিন্তু তারা জানেনা অপবিত্র হওয়ার কারণে তারা সেখানে যেতে পারছেনা । আমরা তখনই যেতে পারি যখন পতিত -পাবন বাবা এসে আমাদের পবিত্র বানান । এখন বাবা তোমাদের পবিত্র হওয়ার উপায় বলে দেন , প্রত্যেককে পতিত থেকে পবিত্র হতেই হবে । এখনও অনেক মানুষ আছে । সত্যযুগে দেবী-দেবতাদের রাজ্যে নতুন ঝাড়ে ৯ লাখ থাকে । প্রথমে নতুন পাতা থাকে তারপরে ঝাড়ের বৃদ্ধি হয়ে চলো প্রথমে তারা এক ধর্মের হয় । তোমরা নিজেদের নরকবাসী ভাবোনা , বাকি সবাই নরকবাসী কিন্তু তারা নিজেদের সেরকম মনে করেনা । এই সময় প্রত্যেকের চেহারা মানুষের মতো কিন্তু স্বভাব-চরিত্র বাঁদরের মতো । এমনকি বড় বড় রাজারাও লক্ষ্মী-নারায়ণের চরণে মাথা ঝোঁকায় । যেমনই হোক তারা কেউই পতিত-পাবন নয় । সেইজন্য তারা করুণাময় নয় । কেউ দুঃখী হলে তাকে করুণা করা হয় । করুণাময় হলেন একমাত্র বাবা । বাবা এসে পাথরবুদ্ধিকে দিব্য বুদ্ধিতে পরিণত করেন । তোমরা এখন দেবতা তৈরী হচ্ছ । এই হলো সধারন মানুষ থেকে নারায়ণে পরিবর্তিত হওয়ার পাঠশালা । এটা রাজযোগ । ঋষি -মুনি কেউ জানেনা গীতার রাজযোগ কে শিখিয়েছেন । তারা গীতার মিথ্যা বর্ণনা করেছে । তারা ভাবে কৃষ্ণ রাজযোগ শিখিয়েছেন । তারা বলে , ভগবান কৃষ্ণ বলেন - মনমনাভব ! যেমনই হোক কৃষ্ণ ভগবান নন । তিনি সত্যযুগের রাজকুমার, যিনি সঙ্গমযুগে রাজযোগ শেখেন এবং রাজত্ব প্রাপ্ত করেন । পরে মানুষ তাকে ভগবান বানিয়ে দেয় । বহু মানুষ গীতা শোনে, কিন্তু তাদের মধ্যে একজনও জানেনা যে গীতার ভগবান শিব, কৃষ্ণ নন । তারা বলে, সব এক । এমন সব মানুষের কাছে তোমরা মাথা ঠোকো । ৬৩ জন্ম ধরে তারা বিশ্বাস করে আসছে কৃষ্ণ ভগবান । দ্বাপরযুগ থেকে শাস্ত্র রচিত হতে থাকে এবং অতি অবশ্যই প্রথমে গীতা লেখা হয়েছে । এই সব শাস্ত্র ভক্তিমার্গের । এমন একটাও শাস্ত্র নেই যা জ্ঞানমার্গের । গীতা সর্বপ্রথম । পরে বেদ , উপনিষদ রচিত হয়েছে । তারাও গীতার সন্তান । এইসব শাস্ত্র পড়ে তোমরা ক্রমশঃ নীচে নেমে এসেছ । এখন তোমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে , এখন প্রথম নম্বরের জন্মে যেতে হবে । এখন তোমরা আবার একবার সত্যযুগী লক্ষ্মী-নারায়ণ হওয়ার জন্য পড়তে এসেছ । সবাই লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে পারবে না, রাজধানী স্থাপন হচ্ছে । কিন্তু কে স্থাপনা করছেন তা' কারও বুদ্ধিতে আসেনা । কলিযুগে এত মানুষ যে খাওয়ার জন্য আনাজ পাওয়া যায়না ; সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজধানী । এখানে দেখ কত ধর্ম ! বিধ্বংসী মহাভারত লড়াই তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে, এত কিছুর পরেও মানুষের চোখ খুলছেনা । এই মহাভারতের লড়াই কল্প পূর্বেও হয়েছিল , তারপর কি হয়েছিল কেউ জানেনা । এই সবকিছু তোমরা ব্রাহ্মণ -ব্রাহ্মনীরাই জানো । বাবা তোমাদের ব্রহ্মা দ্বারা অ্যাডপ্ট করেছেন । ভগবান তোমাদের পড়িয়ে লক্ষ্মী -নারায়ণ বানান, সেইজন্য ভালোভাবে পড়া উচিত্ । তোমরা শুধু বাবা আর নতুন দুনিয়াকে স্মরণ করো তবে তোমরা নতুন দুনিয়ায় চলে যাবে । এরপর যদি তোমরা ভালোভাবে পড়ো এবং অন্যকে পড়াও তবে তোমরা রাজা রাণী হতে পারো , যত রুহানী সেবা করবে ! তোমরা রুহানী সমাজ-সেবক ; দুনিয়ার বাকি সকলে দেহ সম্বন্ধীয় সমাজ-সেবক । প্রতিদিন বাবা তোমাদের আত্মাদের জ্ঞান দান করেন । তিনি আত্মাদের সেবা করেন । একেই বলা হয়ে থাকে আত্মাদের সেবা যা পারলৌকিক বাবা শেখান । এটা পাঠশালা যেখানে মানুষকে দেবতায় পরিণত

করা হয় । আমরা নিশ্চয়ই তাই হব । যখন তোমরা পড়ে প্রস্তুত হবে , বিনাশ শুরু হবে এবং তোমরা ঘরে ফিরে যাবে । এটা বলা হয় রাম গেছেন রাবণও গেছে ; শুধু অল্পই বাকি থাকে যারা আবার অদল বদল হতে থাকে । তারপর তোমরা স্বর্গে আসবে । তোমাদের জন্য নতুন দুনিয়ার স্থাপন হচ্ছে , তোমরা স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য পড়ছ । এটা নরক । এখন তোমরা সঙ্গমে । যদি তোমরা এখন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী না হও তবে উত্তরাধিকার নিতে সমর্থ হবেনা । রাজ্যাধিকার একমাত্র ব্রাহ্মণদের প্রাপ্তি যারা বাবাকে ছাড়া কোনও দেহধারীকে স্মরণ করেনা । যেমনই হোক , জ্ঞানের সামান্যতমও যদি তোমরা শোনো , তবে প্রজায় আসবে । আচ্ছা –

মিষ্টি –মিষ্টি হারানিধি(সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ–স্নেহ আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার মুখ্য সারঃ–

১) রুহানী সমাজ সেবক হয়ে পড়ো এবং অন্যদের পড়াও । বাবাকে স্মরণ করার সাথে সাথে আগত নতুন দুনিয়াকেও স্মরণ করতে হবে ।

২) বাবার সমান ক্ষমাশীল হয়ে সকলকে পরশবুদ্ধি বানানোর সেবা করতে হবে ।

বরদানঃ নিজের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি দ্বারা শুদ্ধ বায়ুমণ্ডল গঠনকারী শক্তিশালী আত্মা ভব

যারা সর্বদা নিজের শ্রেষ্ঠ বৃত্তিতে স্থিত থাকে তারা কোনওপ্রকার বায়ুমণ্ডল বা ভাইব্রেশনে চঞ্চল হয়না। বৃত্তির দ্বারাই বায়ুমণ্ডল তৈরী হয়, যদি তোমার আচরণ শ্রেষ্ঠ হয় তবে বায়ুমণ্ডল শুদ্ধ হয়ে যাবে । কেউ কেউ বলে, কি করতে পারি বায়ুমণ্ডলই এরকম ! বায়ুমণ্ডলের কারণে আমার আচরণ অস্থির হয়েছে - তাই সেই সময়ে শক্তিশালী আত্মা হওয়ার পরিবর্তে দুর্বল হয়ে যায় । কিন্তু সচেতনতার সাথে শপথ নিয়ে বৃত্তিকে শ্রেষ্ঠ বানাতে পারলে তবে শক্তিশালী হয়ে যাবে ।

স্লোগানঃ গুণের প্রতিমূর্তি হয়ে সকলকে গুণের প্রতিমূর্তি বানানোই হল মহাদানী হওয়া ।